সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,

ভালো আছো তো তোমরা? দেশের তথা বিশ্বের এই দুর্যোগময় মুহূর্তে এক অন্যরকম বাংলা নববর্ষ পালিত হলো! তবুও তোমাদেরকে বাংলা নববর্ষের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। তোমরা সবাই, তোমাদের পরিবার নিয়ে সুস্থ থাকো এই প্রার্থনা করি সবসময়। তোমরা জানো দেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, লকডাউনের সময়সীমা আরও বেড়েছে। আমরা এখন সামাজিক সংক্রমণের ধাপে অবস্থান করছি, তোমার পাশের ব্যক্তিটিও হতে পারে ! বোঝার কোন উপায় নেই, তাই একমাত্র ব্যবস্থা, ঘরে থাকা। যতদূর সম্ভব নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। তাই তোমরা সবাই স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলবে। কোনমতেই সামাজিক দূরত্ব ভঙ্গ করবে না।

তোমাদের পরীক্ষা আরও অনিশ্চিত হয়েছে এবং কাছাকাছি সময়ে তা অনুষ্ঠিত হবে না এটা নিশ্চিত। তোমরা আশা করি ঘরে চর্চাবিহীন বসে না থেকে আমাদের দেওয়া বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মেনে তোমাদের আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করছো। প্রথম পত্রের মতো পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রেরও কিছু দিক নির্দেশনা দিলাম। আশা করি তোমরা তা অনুসরণ করে নিজেদের ভালো করে গুছিয়ে নেবে।

আবারও বলছি, দয়া করে এড়িয়ে যাবে না। তোমরা জানো অনুশীলনের কোন বিকল্প নাই। আর যেহেতু কাঠামোবদ্ধ সৃজনশীল পদ্ধতিতে তথাকথিত সাজেশন বলে কিছু হয় না তাই অনুশীলন করতে হবে। তবে কোন্ কোন্ অধ্যায়গুলোতে বেশি জোর দেওয়া দরকার সেটা তোমাদের আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি।

পদার্থ বিজ্ঞান – দ্বিতীয় পত্র

📖প্রথমে যে অধ্যায় গুলো অবশ্যই অবশ্যই পড়বে:

(কারণ এই অধ্যায়গুলো থেকে বোর্ড পরীক্ষায় কমপক্ষে একটি প্রশ্ন থাকবেই)

১ম অধ্যায়: তাপগতিবিদ্যা;

২য় অধ্যায়: স্থির তড়িৎ;

৩য় অধ্যায়: চল তড়িৎ;

৬ষ্ঠ অধ্যায়: জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান;

৮ম অধ্যায়: আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা;

৯ম অধ্যায়: পরমাণু মডেল এবং নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান

আশা করা যায় উপরে বর্ণিত সকল অধ্যায় ভালো করে পড়লে ৫টি প্রশ্নেরই উত্তর করা যাবে। এরপরও যারা কোনভাবেই উত্তর ছেড়ে আসতে চাও না, যে কোন পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে চাও তাদের জন্যে:

📖**যারা কোন ভাবেই হারতে রাজী নও তাদের জন্য আর যে যে অধ্যায় গুলো পড়া দরকার:**(কারণ এই অধ্যায়গুলো থেকেও বোর্ড পরীক্ষায় একটি করে প্রশ্ন থাকতে পারে)

৪র্থ অধ্যায়: তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব;

৫ম অধ্যায়: তাড়িতচৌম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তি প্রবাহ;

৭ম অধ্যায়: ভৌত আলোকবিজ্ঞান;

১০ম অধ্যায়: সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স;

জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার জন্য বইয়ের সকল অধ্যায়ই পড়তে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের যে সকল সংজ্ঞা প্রায় সময়ই বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় বার বার আসে সে সকল সংজ্ঞা , তাদের ব্যাখ্যাগুলো বার বার অধ্যয়ন করবে। তোমাদের এই দিকটা দুর্বল রয়ে গেছে এখনও, তাই অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই। শিখবে, লিখবে, নিজে নিজে মূল্যায়ন করবে, ভুল হলে আবার শিখবে এবং শুদ্ধ করে আবার লিখবে।

অনুশীলনের জন্য তোমাদের স্পেশাল ক্লাসের যে সকল পরীক্ষা হয়েছে সেগুলোকে মডেল হিসেবে নিতে পারো। টেস্ট পেপার থেকে বিভিন্ন বোর্ড ও কলেজের প্রশ্নগুলোও সমাধান করতে হবে।

¥দেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। কোথায় গিয়ে থামবে এ ঝড় আমরা কেউ জানি না! অতএব ঘর থেকে বের না হয়ে বার বার প্রশ্নগুলো অনুশীলন করতে থাকো। বার বার সাবান দিয়ে হাত ধুবে, ঘরে থাকবে, চরম কোন প্রয়োজন না হলে ঘর থেকে বের হবে না। তুমি নিজে যেন অন্য কারো মৃত্যুর কারণ না হয়ে উঠো, তাই সচেতন থাকবে, সতর্ক থাকবে।

তোমাদের সবার সুস্থতা কামনা করছি।

ভালো থেকো, ভালোতে থেকো! ঘরে থেকো।

(অনিমেষ পাল, সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান, ১৬.০৪.২০২০)